মূর্ছনা
==========================
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==
suman_ahm@yahoo.com

রোগা হওয়ার গল্প

তারাপদ রায়

সেই যে একটা গ্রাম্য উপদেশ আছে না ? ‘রোগা যদি হতে চাও, মোটা হও তবে।’ কথাটা একটু হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু বিষয়টা খুব সোজা। তুমি প্রথমে

মোটা হতে আরম্ভ করলে। মোটা লোকদের শারীরিক চাহিদা বেশি। লোভ বেশি। তুমি আরও খেতে

লাগলে। আরও মোটা হলে। তুমি আর নড়াচড়া করতে পার না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাও। কেবলই খাও। খেয়ে খেয়ে আরও মোটা, একেবারে তাকিয়া বালিশের মতো হয়ে গেলে। ওজন দেড় মন থেকে দু'মন। দু'মন থেকে আড়াই মন। আড়াই মন থেকে তিন মন হয়ে গেল। তুমি মার্বেল খেলার গুলির মতো একেবারে নট নড়নচড়ন নটফট। তোমার চাকরি গেল। ব্যবসা গেল। তুমি কপর্দকশূন্য হয়ে গেলে।

কিন্তু খেতে তো হবে ! তিন মন শরীরটাকে তো রক্ষা করতে হবে ! তুমি ধার করে বাজারে জিনিস কিনতে লাগলে। বাজারের দোকানদারেরা তোমাকে বহুদিন থেকে চেনে। তারা বিনা দ্বিধায় ধার দিতে লাগল। কিন্তু তোমার তো ধার শোধ করার ক্ষমতা নেই। তোমার কাজ নেই, কর্ম নেই। তুমি পয়সা পাবে কোথায় ?

এদিকে পাওনাদারেরা, দোকানদারেরা তাড়া করে আসে। এই মারে কী সেই মারে। তাদের মুখের ভাষা যেরকম, হাত-পা ছোঁড়ার দক্ষতাও অনুরূপ। তুমি প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলে।

সে যে কী দুর্বিষহ চেষ্টা। উঠে দাঁড়িয়ে ছোটার চেষ্টা করছ। কতদিন ছোটনি। অভ্যাস নেই। ক্ষমতা নেই। তারপরে সাড়ে তিন মন দেহ। তবুও প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটতে হল।

ছুট ছুট ছুট। যে প্রাণভয়ে ছুটছে তার সঙ্গে বাজারের ওই সামান্য দোকানি আর কত ছুটবে ? এবার তোমার চর্বি কমতে লাগল। মেদ কমতে লাগল। তুমি রোগা হতে লাগলে।

***

যাঁরা ভাবছেন এই গল্প আমি আমাকে নিয়ে বানিয়েছি তাঁরা চূড়ান্ত ভুল ভাবছেন। কারণ আমার ওজন সাড়ে তিন মন নয়। মাত্র আড়াই মন। তাছাড়া আমাকে এখন আর উপার্জন করার জন্য কাজ করতে হয় না। কোলের উপর বালিশ নিয়ে এলেবেলে গল্প লিখি। তাতে কোনওরকমে চলে যায়।

কিন্তু আমার এই আড়াইমনি দেহটা নিয়ে একবার এক বিপদ হল। সেই গল্পটাই বলছি।

প্রথম প্রথম যখন মোটা হই, তখন রাস্তাঘাটে লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে ‘কেমন আছেন ?

ভালো তো ?’ এসব মামুলি প্রশ্ন তাঁরা জিজ্ঞাসা করতেন না। বরং বলতেন, ‘আরে আপনি তো দেখি আরও মোটা হয়ে গেছেন।’ টের পেতাম তাঁরা মনে মনে খুবই হৃষ্ট হয়েছেন।

ধীরে ধীরে সকলের ব্যাপারটা সয়ে গেল। আমিও বিনা চেষ্টায়, মহা সুখে খেয়ে বসে আড়াইমনি হয়ে গেলাম।

এইভাবে বেশ চলছিল গত আট-দশ বছর। আমি আবার বছরে একবার বিদেশে যাই কয়েক মাসের জন্য, ছেলের কাছে। বিদেশ মানে সুদূর বিদেশ। প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে ওপারে মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্নিয়ায়।

আমার শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে ওদেশে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ ওদেশে অধিকাংশ লোকই স্থূলকায়। তবে দু-চারজন লিকলিকে লোকও দেখা যায়। যারা না খেয়ে না খেয়ে নিজেদের পাটকাঠির মতো রোগা রাখে।

তাছাড়া ওদেশে ঠান্ডার জন্য লোকে প্রায় সবসময়েই গায়ে মোটা জামাকাপড় রাখে।

তার জন্য জামাকাপড়ের নীচের লোকটা কতটা মোটা বিশেষ টের পাওয়া যায় না । এদিকে আমি কলকাতার লোক। সর্বদাই শীতকাতুরে। গায়ে সবসময় মোটা গেঞ্জি, পুরোহাতা ঘন উলের সোয়েটার এমনকী গলাবন্ধ কোট থাকে। বাইরে থেকে বোঝা কঠিন আমি ঠিক কতটা মোটা।

আমি বছর বছর যাই। ছেলে কোনওবারই বলে না কিছু। শুধু তার মাকে শুনেছি মাঝে মাঝে বলে, ‘বাবা এত মোটা হয়ে যাচ্ছে কী করে ? বাবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করো।’

একবার কয়েক বোতল পাচনের মতো দেখতে, পাচনের মতো খেতেও তিক্ত পানীয় এনে দিয়েছিল। বলেছিল, ‘হেলথ ফুড। আর সবরকম খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। দিনে চারবার এক গেলাস করে ওই পাচন খেয়ে যেতে হবে, যতদিন না ওজন দেড় মন হয়।’ ডাক্তারি হিসেব অনুযায়ী আমার উচ্চতায় আমার ওজন নাকি হওয়া উচিত বড় জোর ষাট কেজি।

আমার দু:খ দেখে কে ? আমার স্ত্রী চিরশত্রু মিনতি সেই বিস্বাদ তেতো পানীয় বেলা - অবেলায় গেলাস ভরে আমায় দিতে লাগলেন। সে খেয়ে আমার মন উদাস হয়ে গেল। হৃদয় হু হু করতে লাগল। এত দিন পরে এই বয়েসে দৈনিক আট-দশটা করে প্রেমের কবিতা লেখা শুরু করলাম।

একটা কথা সত্যি যে ওই পাচন খেয়ে মোটেই খিদে লাগত না। সবসময় ভরপেট মনে হত। কিন্তু এভাবে কি বাঁচা যায় ? দ্বিতীয় দিনের মাথায় বিদ্রোহ করলাম। সন্ধেবেলা বাড়ির মোড়ের

ইন্ডিয়ান হোটেলে গিয়ে প্রচুর বিরিয়ানি আর কাবাব খেয়ে অর্ধোপবাস ভঙ্গ করলাম, ধার্মিক মুসলমানেরা যেভাবে রোজার শেষে ইফতার করেন।

সন্ধ্যেবেলা বাসায় ফিরে এসে তার মার কাছে আমার লোভ ও অধ:পতনের কথা শুনে

ছেলে রাগারাগি, চেঁচামেচি শুরু করে দিল। দীর্ঘ পনেরো বছর মার্কিন দেশে থেকে ছেলের স্বভাব অনেক বদলেছে। কিন্তু রাগারাগি, চেঁচামেচির সময় একদম কলকাতার ভাষা কঠোরভাবে ব্যবহার করে। সে আমাকে জানাল, 'জানো। এই ওষুধগুলোর কত দাম ? প্রত্যেক বোতল নয় ডলার নিরানব্বই সেন্ট।' তার মানে ট্যাক্স-ফ্যাক্স দিয়ে আমাদের ভারতীয় টাকায় অন্তত পাঁচশো।

অনেক রাগারাগি বাগবিতণ্ডার পর কৃত্তিবাস, মানে আমার ছেলে ঘোষণা করল, 'কাল সকালে অফিস যাওয়ার সময় আমি তোমাকে হেলথ ক্লিনিকে নিয়ে যাব। সেখানে তোমার চিকিৎসা হবে। তারা খাওয়া-দাওয়া ঠিক করে দেবে। ব্যায়াম ঠিক করে দেবে। দরকার পড়লে মেশিনে ফ্যাট কমানো হবে। ম্যাসাজ করে মেদ গলিয়ে দেওয়া হবে।'

ঠিক হল পরদিন সকালে নটার সময় অফিস যাওয়ার পথে সে আমাকে হেলথ ক্লিনিকে বসিয়ে অফিস চলে যাবে। পরে লাঞ্চের একটু আগে এসে সে তুলে নেবে। কোনও গোলমাল হবে না। ওরা যা যা বলবে, আমাকে তার ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে। সেই অনুযায়ী আমার হেলথ কার্ড বানানো হবে। আমাকে সেই অনুযায়ী চলতে হবে।

যাই হোক, পরদিন সকালবেলা ছেলে আমাকে তুলে নিয়ে 'দ্য গ্রেট ওয়েস্ট কোষ্ট হেলথ এক্সপ্রেস' নামে এক বিখ্যাত হেলথ ক্লিনিকে নিয়ে গেল। সেখানে এক তন্বী মেমবালিকার হাতে আমাকে সমর্পন করে সে অফিসে চলে গেল। যাওয়ার আগে অবশ্য মেমবালিকাকে বলল যে আমি তার বাবা। আমাকে একটু ভাল করে দেখতে। আর আমাকে বলে গেল, 'আমি সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে যাব। ততক্ষণে এদের সবরকম পরীক্ষা হয়ে যাবে।'

কৃত্তিবাস অফিসে চলে গেল। আমি মেমবালিকার সামনে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। ঘরের মধ্যে সব বিশাল বিশাল লোক। ছ'ফুট। সাড়ে ছ'ফুট। আর তাদের কী স্বাস্থ্য ! একটা সিংহ একমাসে খেয়ে উঠতে পারবে না।

মেমবালিকা একটা ফর্ম নিয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পূরণ করতে লাগল। প্রায় দশ পাতার ফর্ম। আমার না, ঠিকানা, বয়স।

উচ্চতা, ওজন, কোমরের মাপ, ভুঁড়ির মাপ ইত্যাদির ঘর ফাঁকা রাখল। বুঝতে পারলাম,

ওগুলো পরে নিজেরা মেপে পূরণ করবে।

এরপরে রক্তের ঘর। কতরকম যে রক্ত জিজ্ঞাসা ! তারপরে প্রেসার, কোলেস্টেরল ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অবশেষে পুরো দুই পাতা ব্যক্তিগত, পারিবারিক স্বাস্থ্যের ইতিহাস।

-- আমাকে কোনওদিন হুলোবিড়াল কামড়েছিল কিনা ?

-- আমার পিসিদের কারওর ডেঙ্গুজ্বর হয়েছিল কিনা ?

-- আমার বাবার বুক ধড়ফড় করত কিনা ?

-- আমার মা রাতে কতটা মদ খেতেন ? কতবার বিয়ে করেছিলেন ? আমার বাবা কতবার, ঠাকুমা কতবার, ঠাকুর্দা কতবার, মাতামহ কতবার, মাতামহী কতবার ?

-- আমার কোনও মাতুল পাগল ছিলেন কিনা।

-- আমরা সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর খাই কিনা ? এমনকী নিয়মিত নাচি কিনা, গান গাই কিনা, দৌড়াই কিনা ?

জনৈক প্রৌঢ় এবং অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য সহায়ক আমাকে ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করলেন। তাতেই দু'ঘন্টা লেগে গেল। তারপরে এক কৃষ্ণকায় রমনী আমাকে প্রায় উলঙ্গ করে কোচের উপর শুইয়ে লম্বা রবারের হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে লাগলেন আর

জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমার লাগছে কিনা।

এরপরে বিদ্যুতের শক। অদৃশ্যপ্রায় সূঁচ দিয়ে খোঁচা -- নানারকম অত্যাচার চলল। ইতিমধ্যে ওজন, আয়তন ইত্যাদি সমস্ত কিছুর পরিমাপ নেওয়া হয়ে গেল।

আগাগোড়া, বিশেষ করে রবারের হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর পর আমি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। কোন প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছি, কী বলেছি, কিছুই মনে পড়ে না! শুধুই মনে পড়ে দীর্ঘকায় বিশাল দেহ কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ রোগীরা আমাকে খুবই অনুকম্পার সঙ্গে লক্ষ্য করছিল।

যাই হোক। ঠিক সাড়ে বারোটায় কৃত্তিবাস এল। এসে তিনশো ডলার নগদ কাউন্টারে জমা দিল। এবং আমাকে বলল, 'চলো। এরপর থেকে এদের ব্যবস্থা অনুযায়ী চলতে হবে।'

কিন্তু হিতে বিপরীত হল। সেই রিপোর্ট পড়তে পড়তে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির মধ্যেই কৃত্তিবাস হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। বলতে লাগল, 'এসব কী ? এটা কী হয়েছে -- ?'

আমি কিছুই জানি না। কৃত্তিবাসকে বললাম, 'হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর পর আমার সম্বিৎ ছিল না। কিসে কী হয়েছে আমি জানি না।'

কৃত্তিবাস বিশ্বাস করল না। সে বাসায় ফিরে মিনতির মুখের উপর রিপোর্টটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'বাবা আমার তিনশো ডলারের সর্বনাশ করেছে।'

মিনতি কিছু বুঝতে পারল না। আমিও কিছু বুঝছি না। তখন শুনলাম কৃত্তিবাস বলছে, 'বাবার আর দোষ কী ? এই ইয়াংকিগুলো একদম মাথামোটা। বাবাকে নিয়ে গেলাম রোগা হওয়ার চিকিৎসা করাতে, আরম্ভ করল মোটা হওয়ার চিকিৎসা।'

তখনই আমি বুঝতে পারলাম মোটা-রোগা দুই-ই আপেক্ষিক ব্যাপার। মার্কিনি কিংবা

অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় আমি খুবই রোগা।

বলা বাহুল্য আমার আর রোগা হওয়া হল না।

সমাপ্ত

||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত||ই-বুক||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com